গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ অধিশাখা
www.mocat.gov.bd

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ১ম সভার (অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২২) কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
সচিব
সভার তারিখঃ ০৪.১২.২০২২
সভার সময়ঃ বেলা ১১.৩০ টা
স্থানঃ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
উপস্থিতিঃ zoom অ্যাপের মাধ্যমে

এ মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ১ম সভা এ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন-এর সভাপতিত্বে গত ০৪.১২.২০২২ খ্রি. তারিখ বেলা ১১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ZOOM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। অনলাইনে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন যাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করেছে। একইসাথে সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে তিনি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে কার্যপত্র অনুযায়ী সভায় আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, সেবা গ্রহীতাদের কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন ৬ টি দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) সুশাসন সুসংহত করার জন্য প্রয়োজনীয় ৫ টি tools বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS), সিটিজেন্স চার্টার (Citizen's Charter), অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), তথ্য অধিকার (Right to Information) সম্পর্কে উপস্থিত অংশীজনকে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে অবহিত করেন। অত:পর সভার সভাপতি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও এ মন্ত্রণালয়ের সচিবের মধ্য সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মন্ত্রণালয় এক বছরে কী কী কাজ করবে এবং কী কী লক্ষ্য অর্জন করবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকে। মন্ত্রণালয় কতটুকু কাজ করতে পারল, সারা বছর ধরেই তার মূল্যায়ন হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির চূড়ান্ত মূল্যায়নে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৬ষ্ঠ স্থান অর্জন করে। তিনি আরও বলেন যে এ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ ৬ টি দপ্তর/সংস্থার কাজের উৎকর্ষতা বিধানে বছরভিত্তিক শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৩য় স্থান অর্জন করে। আজকের অংশীজন সভা ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ।

০৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) সভায় অংশীজন সভার আয়োজনের পটভূমি উল্লেখ করে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের কোন শাখায় কে কী কাজ করে, কী পদ্ধতিতে কত দিনে কাজটি করবে তা সিটিজেন চার্টারে বর্ণিত আছে। সিটিজেন চার্টারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোন ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS), মূলত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরকর্তৃক প্রদানকৃত সেবা নিশ্চিতকরণের একটি প্ল্যাটফর্ম। জিআরএস ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দপ্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একজন নাগরিক যে কোনো সেবার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ বা ক্ষোভ জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার আলোকে মন্ত্রণালয় স্ব প্রনোদিতভাবে ওয়েবসাইটে বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করেছে। এর বাইরেও তথ্য প্রাপ্তির জন্য যে কোন ব্যক্তি আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ফর্মে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে পারেন। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে www.mocat.gov.bd তে সবগুলি Tools দেখা যাবে। রাষ্ট্রের নাগরিকের জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মৌলিক মানবাধিকার, সমতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

০৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) এর বক্তব্যের পর সভাপতি উপস্থিত অংশীজনদের (Stakeholder)-কে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। উপস্থিত অংশীজনবৃন্দের অংশগ্রহণে নিম্নরূপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়ঃ

০৫। জনাব খবির উদ্দিন আহমেদ, সভাপতি, ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ট্রিয়াব) বলেন যে, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণয়নকৃত "বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ বিধিমালা, ২০১৬" অনুযায়ী বেশিরভাগ হোটেল ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীগণ লাইসেন্স নিচ্ছে না বিধায় ট্যুরিজম রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ সংগঠনটিতে মেম্বার কম পাওয়া যাচ্ছে। তিনি সকল জেলা প্রশাসকগণ-কে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

০৬। জনাব হাবিব আলী, চেয়ারম্যান, ট্যুরিজম ডেভেলপার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টিডাব) বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের ভাড়া অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়টি তিনি নজরে এনে এয়ারলাইন্সের ভাড়া আরো কমানোর জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আরোও বলেন যে, পর্যটনের কোন বোট, হাউজ ইত্যাদি যেন রিকুইজিশনের আওতায় না আনা হয়। এ বিষয়টি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও, তিনি ট্রাভেল এজেন্সির লাইসেন্স রিনিউয়াল করার সময় ১০ (দশ) লক্ষ টাকা ব্যাংকে স্থিতি ও তিন বছরের বিক্রয় বিবরণী যেন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে না হয় এ বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়টি সহজীকরণ করার জন্য তিনি সচিব মহোদয়-কে অনুরোধ জানান। এছাড়াও, জনাব হাবীব আলী বলেন, বাংলাদশের বিভিন্ন পর্যটন গন্তব্যে যে সকল আবাসিক হোটেল ও রেস্তোরাঁ রয়েছে সে সকল হোটেল ও রেস্তোরাঁর ভাড়া/মূল্যের তালিকা প্রণয়ন করে প্রকাশ করে তাহলে ইচ্ছে করলেই হোটেল মালিকগণ ইচ্ছানুযায়ী হোটেলের ভাড়া বৃদ্ধি করতে পারবে না।

০৭। জনাব মহসিন হক হিমেল, সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এসোসিয়েশন (বিহা) বলেন যে, বাংলাদেশে লাইসেন্সকৃত হোটেলের সংখ্যা কম, তন্মধ্যে কক্সবাজার জেলায় এ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল হোটেলের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সকল হোটেল-কে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের কার্যালয় হতে আলাদাভাবে রেস্টুরেন্টের লাইসেন্স নেয়ার জন্য বলা হচ্ছে। এ বিষয়ে সচিব মহোদয় কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসকের সাথে টেলিফোনে কথা বলে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৮। জনাব সন্তোষ কুমার দেব, সহযোগী অধ্যাপক, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, এ মন্ত্রণালয় হতে স্টেকহোল্ডারগণ যে সকল সুবিধা গ্রহণ করে থাকে তার একটি তালিকা এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। এছাড়াও তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটন স্পটে যে সকল হোটেল রয়েছে তার ভাড়া পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি তিনি এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সচিব মহোদেয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয়ে সচিব মহোদয় এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আরোও যে সকল তথ্য প্রকাশ করা যায় তা আপলোড করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৯। মিজ দিলারা হোসাইন, চেয়ারপারসন, এয়ারলাইন্স অপারেটর কমিটি বলেন যে, বাংলাদেশ থেকে কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশগামী যাত্রীদের একটি বড় অংশ অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে বিমানবন্দরে চলেন আসেন। তারা আকাশপথে ভ্রমণের নিয়মকানুন এবং গন্তব্য দেশে পৌছাঁর পর তাদের করণীয় সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত থাকেন না। এ কারণে তাদের অনেকের বিদেশ গমন বাধাগ্রস্ত হয় এবং এ ক্ষেত্রে তাদের-কে সহায়তা করার জন্য এয়ারলাইন্স হতে কোন উপায় অবশিষ্ট থাকেনা। তিনি বলেন যে, ট্রাভেল এজেন্সিগুলি কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশগামী যাত্রীদের যথাযথভাবে প্রস্তুত করে বিমানবন্দরে প্রেরণ করতে পারে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, যা বিদেশ গমনাগমনকারী যাত্রী এবং তাদেরকে সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য গাইডলাইন হিসাবে কাজ করবে। বইটি ইতোমধ্যে ই-বুক আকারে মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে বইটিকে Air Passenger Aid নামে একটি মোবাইল অ্যাপে রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান আছে। সভাপতি প্রবাসী কর্মীদের নির্বিঘ্নে বিদেশ গমনাগমন নিশ্চিতকরণে বইটি অনুসরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।

১০। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(ক) "বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ বিধিমালা, ২০১৬" অনুযায়ী সকল হোটেল-কে লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে মর্মে সকল জেলা প্রশাসকগণ-কে পত্র দিতে হবে;

(খ) কক্সবাজার জেলায় এ মন্ত্রণালয় হতে যে সকল পাঁচ হতে তিন তারকামানের হোটেলের লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সে সকল হোটেল-কে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজারের কার্যালয় হতে আলাদাভাবে রেস্টুরেন্টের লাইসেন্স নেয়ার বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকসহ সকল জেলা প্রশাসকগণ-কে পত্র দিতে হবে;

(গ) কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশগামী যাত্রীরা যাতে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে নির্বিঘ্নে যেতে পারেন সে জন্য ট্রাভেল এজেন্সি এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালনাকারী এয়ারলাইন্সসমূহ-কে "আকাশপথে যাত্রীসেবা সহায়িকা" অনুসরণে যাত্রীদের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করতে হবে;

১১। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৪/১১/২০২২

(মোঃ মোকাম্মেল হোসেন)
সচিব